ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশান পিকচার আর্টিস্ট'স ফোরাম
বার্ষিক সাধারণ সভা
২০০৯
সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

প্রিয় বন্ধু,

একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভার শুরুতেই আপনাদের আমার অভিনন্দন এবং আগামী বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহন করুন।

আর্টিষ্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে, বিগত বছরে আমাদের সংগঠনের কর্মসূচীর সফলতা ও বিফলতার দায় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার দায়িত্ব আমার উপর পড়েছে। আজ আমরা অনেক সুশৃঙ্খল অনেক পরিণত। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, শিল্পী, কলাকুশলী এবং প্রযোজক সংস্থাগুলিকে এক সূত্রে বেঁধে এই শিল্প জগৎকে আরও উন্নত মানে পৌঁছে দিতে আমাদের এই সংগঠন বদ্ধপরিকর আর এই বৃহৎ কর্মকান্ডে আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগীতার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমরা বিগত বছরে আমাদের অনেক শিল্পী বন্ধু অনেক গুনী কলাকুশলী যারা আমাদের অনেক কাছের অনেক প্রিয়জন ছিল তাদের আমরা হারিয়েছি- যারা আমাদের এই সংগঠনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ্য ভাবে যুক্ত ছিলেন। চোখের জলের মাধ্যমে তাদের আমাদের বিদায় জানাতে হয়েছে - তাদের শূন্যতা আমরা সবসময় অনুভব করেছি - শিল্পী কুণাল মিত্র, শিল্পী শিলাদিত্য পত্রনবিশ ওনারা আজ আমাদের মধ্যে নেই। ওনাদের শূন্যতা আমরা বিশেষ ভাবে অনুভব করছি। বিশেষ করে শিল্পী কুণাল মিত্র, এই সংগঠনের প্রতি ওনার আন্তরিকতা সুখে দঃখে সব ব্যাপারে ওনার উপস্থিতি, যা কোনোদিনও ভোলার নয়। ওনাদের আত্মার চির শান্তি কামনা করি, ওনাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। পরিচালক তপন সিন্হা, শক্তি সামন্ত, মুরারী চক্রবর্ত্তী, সুপান্থ ভট্টাচার্য্য, বাবলু সমাদ্দার, বিনু বর্দ্ধণ, নব্যেন্দু চ্যাটার্জী, সিনামাটোগ্রাফার গিরিশ পাধিয়ার ও ঝিন্টু দত্ত (অমূল্য দত্ত), সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত, সাউন্ড রেকর্ডিষ্ট মহিন্দর রাম এবং কেদার ঘোষ, স্টিল ফোটোগ্রাফার নিরঞ্জন সরকার, সহকারী পরিচালক বাপী গাঙ্গুলী, প্রচার সচীব শ্রী পঞ্চানন এবং এই টেকনিশিয়ান্স্ স্টুডিওর কর্মী মিঠু দেবী ও প্রযোজক রথীন মজুমদার - ওনারা আজ আমাদের মধ্যে নেই। ওনাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি ওনাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই - এবং বিগত বছরে চলচ্চিত্র এবং ভি.ডি.ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী কলাকুশলী যারা আজ আমাদের মধ্যে নেই - তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

বাংলা চলচ্চিত্র এবং ভি.ডি.ও শিল্প আজ কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছে। নানারকম জটিল সমস্যার মধ্যে আমাদের এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ক্রমাগত একের পর এক সমস্যর সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রযোজনা বিভাগে অর্থলগ্নী কমে যাওয়া পাইরেসি, মাল্টিপ্লেক্সে-এ বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক এবং এ ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা কথাও বলেছি, পশ্চিমবাংলার বাইরে স্যুটিং, দূরদর্শন এবং স্যাটেলাইস্ট্ চ্যানেল (প্রাইভেট) প্রযোজনার খরচ কমিয়ে দেওয়া, এমন কিছু কিছু সিদ্ধান্ত, যার প্রভাব এসে পড়েছে শিল্পী ও কলাকুশলীদের ওপর। আমরা এ ব্যাপারে ইম্পা, চলচ্চিত্র প্রযোজক, ভি.ডি.ও প্রযোজক, এবং প্রাইভেট চ্যানেলের সাথে আলোচনা করেছি, যাতে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাই বিগত বছরে আমাদের প্রধাণ কর্মসূচী ছিল কি করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। তাই অন্যান্য কর্মসূচীর দিকে বেশী নজর না দিয়ে, কি করে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যায় যাতে করে আমাদের শিল্পী ও কলাকুশলী বন্ধুরা

সুস্থ পরিবেশে সুন্দরভাবে সম্মান বজায় রেখে তাদের জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে পারে, সেই দিকেই বেশী মনোনিবেশ করেছি। মূলতঃ পারিশ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা বেশী গুরুত্ব দিয়েছি। বর্তমান সময়ে যে বিষয়টি অত্যন্ত জ্বলন্ত ভাবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ফেডারেশনের সঙ্গে মিলিত ভাবে আমরা কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করে এই সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয়েছি। শিল্পী ও কলাকুশলীরা একজোট হয়ে, একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে, এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি। কিছুটা সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি, অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্যার পুরো সমাধান আমরা করতে পারবো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর এ ব্যাপারে আপনাদের সহযোগীতা একান্তভাবে কাম্য। ধন্যবাদ জানাই ফেডারেশনের সম্পাদক মহাশয়কে, ধন্যবাদ জানাই ফেডারেশনের সমস্ত বিভাগের সদস্যদের যারা আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে, আমাদের সাথে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয়েছেন।

তাই বন্ধু আমি একটা কথা বিশ্বাস করি, আমরা যদি সবাই একত্রিত হয়ে সংগঠিত হয়ে কোন সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হই নিশ্চয়ই আমরা সফল হব। তার উদাহরণ ও আমাদের চোখের সামনে বর্তমান- এই বিগত বছরেই কলাকুশলীদের পারিশ্রমিক আমারা বর্দ্ধিত করতে পেরেছি। তার কারণ আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, শিল্পীরা কলাকুশলীদের পাশে, এবং কলাকুশলীরা শিল্পীদের পাশে থাকার ফলেই এই বর্দ্ধিতকরন সম্ভব হয়েছে।

বিগত বছরে আমরা ফেডারেশনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ১লামে মেদিবস পালন এবং সিনেটেল আয়োজিত রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে অংশগ্রহন করেছি।

বিগত বছরে পরিশ্রমিক সংক্রান্ত আমাদের কর্মসূচী বিষদ বিবরণ আপনাদের সমক্ষে জানাচ্ছি -

আমরা আমাদের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত পরিকাঠামো ২৩ দিনের সিডিউলে ২ ভাগে ভাগ করেছিলাম ১১ দিন এবং ১২ দিন এবং পারিশ্রমিক, একটি ভাগ শেষ হবার পাঁচ দিনের মধ্যে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং প্রযোজকরা সেইভাবেই আমাদের পারিশ্রমিক দেওয়া শুরু করেন। বর্তমানে, পুরানো যে পারিশ্রমিকের পরিকাঠামো ছিল সেই পরিকাঠামো ছেড়ে আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি। হয়ত সব জায়গাতে সঠিক নিয়ম মেনে পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে না - কিন্তু ওনারা চেষ্টা করছেন ঠিক সময় মত নিয়ম মেনে পারিশ্রমিক প্রদান করতে, আমাদের সাথে ওনারা যোগাযোগ রাখছেন আমরাও প্রতিনিয়ত ওনাদের সাথে যোগাযোগ রাখছি। সুবিধা অসুবিধা উভয় পক্ষেই থাকে, সব দিক ঠিক রেখে আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করা উচিৎ। সেই মত প্রত্যেক প্রযোজকের কাছে আমরা চিঠি পাঠিয়েছিলাম, যদি পারিশ্রমিক পরিকাঠামো সংক্রান্ত তাদের কোনো বক্তব্য থাকে, তাহলে আমাদের জানাতে ওনাদের তরফ থেকে এখনও অবদি কোনো উত্তর আসেনি, একমাত্র এস.পি.এস গ্রুপের তরফে শ্রী অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় আমাদের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে চেয়েছেন। আমরা অবশ্যই এ ব্যাপারে তার সাথে কথা বলব।

বিগত বছরে বেশ কিছু ধারাবাহিক সিরিয়ালে পারিশ্রমিক সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান আমরা করতে পেরেছি।

আপনারা জানেন আর.প্লাস বলে একটি প্রাইভেট চ্যানেলে - "জাল" , "রক্তপলাশ", "দামিনী", "মহাযুদ্ধ" এই চারটে ধারাবাহিক সিরিয়াল চলত, সেখানে শিল্পী ও কলাকুশলীদের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা যথেষ্ট অগ্রনী ভূমিকা নিতে পেরেছি। "জাল" এবং "মহাযুদ্ধের" সমস্ত পারিশ্রমিক আদায় সম্ভব হয়েছে, এবং "রক্তপলাশ" এবং "দামিনীর" কিছু বকেয়া বাকী আছে। এর কারণ চ্যানেল থেকে প্রযোজকরা পুরো টাকা না পাওয়াতে আমাদের বাধ্য হয়ে কিছু সময় প্রযোজকদের দিতে হচ্ছে। আশাকরি তাড়াতাড়ি আমরা এই সমস্যা সমাধান করে নিতে পারব। দেবদূত প্রডাক্শান থেকে দুলক্ষ টাকা আমরা

আদায় করতে পেরেছি। বাকী টাকাটা খুব তাড়াতাড়ি আদায় করার চেষ্টা চালাচ্ছি। এ ব্যাপারে ওনাদের সাথে প্রতিনিয়ত আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। আশাকরি এই সমস্যার সমাধানও খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে।

সরকারী চ্যানেলে একটি ধারাবাহিক সিরিয়াল, "হয়তো তোমারই জন্য" ঐ সিরিয়ালের অনাদায়ী টাকার পঞ্চাশ শতাংশ টাকা আমরা আদায় করতে পেরেছি। বাদবাকী টাকাটা খুব তাড়াতাড়ি আদায় করার জন্য আমরা প্রযোজকের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।

বন্ধুগন আপনাদের খুব আনন্দের সাথে জানাচ্ছি বিগত বছরে আমরা আর্টিষ্ট্ ফোরাম এবং ফেডারেশনের সহায়তার যে কোঃঅর্ডিনেশন কমিটি গঠন করেছিলাম তার সাহায্যে শিল্পীদের প্রায় আড়াই থেকে তিন কোটি বকেয়া টাকা আদায় করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

আমরা একটি নিয়ম চালু করেছিলাম ৫০০ টাকা অবধি যাদের পারিশ্রমিক সেই সকল শিল্পী দিনের দিন তাদের পারিশ্রমিক পাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই নিয়মটি ঠিকমত প্রযোজ্য করা গেল না - কারণ যারা এই পারিশ্রমিকের অর্ন্তভুক্ত তারা যদি তাদের সিনিয়র শিল্পীকে ঐ ব্যাপারে না বলেন, তাহলে আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। তাদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা দয়া করে আপনাদের পারিশ্রমিক নিয়ে কোনরকম সমস্যার সম্মুখীন হলে আপনি যেখানে কাজ করছেন সেখানে আপনার যে সিনিয়র শিল্পী তাকে জানান। অন্যথায় আমাদের পক্ষে এই নিয়ম বলবৎ করা সম্ভব হচ্ছে না।

আরেকটি বিষয় আপনাদের আমি জানাতে চাইছি গত বছর আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে যতদিন আমরা আমাদের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারছি, ততদিন পর্যন্ত আমরা কোন ফান্ড সংগঠিত করবো না বা কোন রকম ফান্ড সংগ্রহের চেষ্টা করবো না। তাই বিগত আর্থিক বছরে চল্লিশ হাজার টাকা ঘাটতি হিসাবে দেখা গিয়েছে যার বিশদ বিবরণ আপনারা এ্যাকাউন্স দেখলেই বুঝতে পারবেন। ফোরামের ফান্ড ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে। এমত অবস্থায় এই ঘাটতি এবং ফোরামের ফান্ড বাড়ানোর জন্য আমরা একটি অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি, স্টার জলসা চ্যানেলের সাথে যৌথ ভাবে। আমাদের সাথে ওনারা একটি চিক্তিতে সইও করেছেন। সেই চুক্তির মেয়াদ আগামী তিন বছর সীমাবদ্ধ।

বাংলা চলচ্চিত্র ও ভি.ডি.ও শিল্পের কতিপয় শিল্পীদের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে। কিন্তু বেশীরভাগ শিল্পীই এই আধুনিক পরিচিত হওয়ার মাধ্যম থেকে বঞ্চিত। তাই আমরা শিল্পীদের একটি ওয়েবসাইট তৈরী করছি। যার কাজ প্রায় শেষের মুখে। এই ওয়েবসাইটের ফলে প্রযোজক, পরিচালক ও শিল্পীরা উভয়ই উপকৃত হবেন।

সব শেষে বলি ব্যক্তিস্বার্থ সংগঠনের সামগ্রিক স্বার্থের মধ্যেই বর্তমান - তাই আমরা সকলে একজোট হয়ে আমাদের এই ফোরামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই- তাই যারা আমাদের এই কর্মসূচীর ব্যাপারে এখনও সন্দিহান, বিশ্বাস করতে পারছেন না, সব কিছু ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত রেখে আমাদের এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার সুমহান প্রয়াসে ব্রতী হোন।

ধন্যবাদান্তে,

প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়
সাধারন সম্পাদক

১২ই এপ্রিল ২০০৯
টেকনিশিয়ান্স্ স্টুডিও কলকাতা